سورة النبا

সূরা নাবা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৪০ আয়াত, ২ রুকূ

بسم الله الرحمن الرحيم

عم يتساءلون ﴿١﴾ عن النبإ العظيم ﴿٢﴾ الذي هم فيه مختلفون ﴿٣﴾ كلا
سيعلمون ﴿٤﴾ ثم كلا سيعلمون ﴿٥﴾ ألم نجعل الأرض مهادا ﴿٦﴾ والجبال أوتادا ﴿٧﴾
وخلقناكم أزواجا ﴿٨﴾ وجعلنا نومكم سباتا ﴿٩﴾ وجعلنا الليل لباسا ﴿١٠﴾ وجعلنا
النهار معاشا ﴿١١﴾ وبنينا فوقكم سبعا شدادا ﴿١٢﴾ وجعلنا سراجا وهاجا ﴿١٣﴾ وأنزلنا
من المعصرات ماء ثجاجا ﴿١٤﴾ لنخرج به حبا ونباتا ﴿١٥﴾ وجنات ألفافا ﴿١٦﴾ إن يوم
الفصل كان ميقاتا ﴿١٧﴾ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ﴿١٨﴾ وفتحت السماء
فكانت أبوابا ﴿١٩﴾ وسيرت الجبال فكانت سرابا ﴿٢٠﴾ إن جهنم كانت مرصادا ﴿٢١﴾
للطاغين مآبا ﴿٢٢﴾ لابثين فيها أحقابا ﴿٢٣﴾ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ﴿٢٤﴾
إلا حميما وغساقا ﴿٢٥﴾ جزاء وفاقا ﴿٢٦﴾ إنهم كانوا لا يرجون حسابا ﴿٢٧﴾ وكذبوا
بآياتنا كذابا ﴿٢٨﴾ وكل شيء أحصيناه كتابا ﴿٢٩﴾ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ﴿٣٠﴾
إن للمتقين مفازا ﴿٣١﴾ حدائق وأعنابا ﴿٣٢﴾ وكواعب أترابا ﴿٣٣﴾ وكأسا دهاقا ﴿٣٤﴾
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ﴿٣٥﴾ جزاء من ربك عطاء حسابا ﴿٣٦﴾ رب السماوات والأرض وما
بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ﴿٣٧﴾ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ﴿٣٨﴾ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه

مَاٰبًا ۝ إِنَّآ أَنذَرْنَٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ
يَٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে? (২) মহাসংবাদ সম্পর্কে, (৩) যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে। (৪) না, সত্বরই তারা জানতে পারবে, (৫) অতঃপর না, সত্বর তারা জানতে পারবে। (৬) আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা (৭) এবং পর্বতমালাকে পেরেক? (৮) আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, (৯) তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তিদূরকারী, (১০) রাত্রিকে করেছি আবরণ, (১১) দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়, (১২) নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত আকাশ, (১৩) এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। (১৪) আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি, (১৫) যাতে তদ্দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ (১৬) ও পাতাঘন উদ্যান। (১৭) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। (১৮) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে, (১৯) আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে (২০) এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে। (২১) নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে, (২২) সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। (২৩) তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। (২৪) তথায় তারা কোন শীতল বস্তু এবং পানীয় আস্বাদন করবে না; (২৫) কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে। (২৬) পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে। (২৭) নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ আশা করত না। (২৮) এবং আমার আয়াতসমূহকে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত। (২৯) আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি। (৩০) অতএব তোমরা আস্বাদন কর, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব। (৩১) পরহেযগারদের জন্য রয়েছে সাফল্য (৩২) উদ্যান, আঙ্গুর (৩৩) সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী (৩৪) এবং পূর্ণ পানপাত্র। (৩৫) তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। (৩৬) এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে যথোচিত দান, (৩৭) যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তার সাথে কথার অধিকারী হবে না। (৩৮) যেদিন রূহ্ ও ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে। (৩৯) এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক। (৪০) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফির বলবে ঃ হায়, আফসোস—আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (কিয়ামত অস্বীকারকারীরা) কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে? তারা সেই

মহা ঘটনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করে, যে বিষয়ে তারা (সত্যপন্থীদের সাথে) মতবিরোধ করে। (অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে। জিজ্ঞাসা করার অর্থ অস্বীকারের স্থলে জিজ্ঞাসা করা। এই প্রশ্ন ও জওয়াবের উদ্দেশ্য বিষয়টির দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করা এবং গুরুত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে প্রথমে অস্পষ্ট রেখে পরে তফসীর করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তাদের এই মতবিরোধ ভ্রান্ত। তারা যে মনে করে—কিয়ামত আসবে না) কখনও এরূপ নয় (বরং কিয়ামত আসবে এবং) তারা সত্বরই জানতে পারবে। (অর্থাৎ দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর যখন তারা আযাবে পতিত হবে, তখন প্রকৃত সত্য এবং কিয়ামতের সত্যতা তাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে। আমি পুনশ্চ বলছি তারা যে মনে করে—কিয়ামত আসবে না) কখনও এরূপ নয় (বরং আসবে এবং) সত্বরই তারা জানতে পারবে। (কাফিররা যেহেতু কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করে, তাই অতঃপর তার সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, একে অসম্ভব মনে করলে আমার কুদরত ও শক্তি-সামর্থ্যের অস্বীকৃতি জরুরী হয়ে পড়ে। আমার কুদরতকে অস্বীকার করা বিস্ময়কর বটে। কেননা) আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে (ভূমির) পেরেক ? (অর্থাৎ পেরেকের মত করেছি। কোন কিছুতে পেরেক মেরে দিলে যেমন তা স্থানচ্যুত হয় না, তেমনি ভূমিকে পর্বতমালার মাধ্যমে স্থিতিশীল করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমি কুদরতের আরও নিদর্শন প্রকাশ করেছি। সেমতে) আমিই তোমাদেরকে জোড়া জোড়া (অর্থাৎ নর ও নারী) সৃষ্টি করেছি। তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রামের বস্তু। আমিই রাত্রিকে আবরণ করেছি। আমিই দিবসকে জীবিকার সময় করেছি। আমিই তোমাদের ঊর্ধ্বে মজবুত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছি। আমিই (আকাশে) এক উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ সূর্য। অন্য আয়াতের আছে وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا) আমিই জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করি, যাতে তদ্দ্বারা শস্য, উদ্ভিদ, পাতাঘন উদ্যান উৎপন্ন করি। (এগুলো থেকে আমার অপার শক্তি-সামর্থ্য প্রকাশ পায়। অতএব, কিয়ামতের ব্যাপারে আমার শক্তিকে কেন অস্বীকার করা হয়? অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা বর্ণিত হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত আছে। (অর্থাৎ) যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে (অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের পৃথক পৃথক দল হবে। এরপর মু'মিন, কাফির, সৎ কর্মপরায়ণ, অসৎ কর্মপরায়ণ সবাই পৃথক পৃথক দলে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে)। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে অনেক দরজা হয়ে যাবে (অর্থাৎ অনেক দরজা খুলে দিলে যেমন অনেক জায়গা খুলে যায়, তেমনি আকাশের অনেক জায়গা খুলে যাবে। সুতরাং কথাটি তুলনা হিসেবে বলা হয়েছে। বস্তুত দরজা তো আকাশে এখনও আছে---একথা বলে আর আপত্তি তোলা যাবে না। এই খোলা ফেরেশতাদের অবতরণের জন্য হবে। সূরা ফোরকানে একেই تَشَقَّقُ السَّمَاءُ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে)। এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে (যেমন অন্য আয়াতে كَثِيبًا مَّهِيلًا বলা হয়েছে। এসব ঘটনা দ্বিতীয়বার ফুঁক দেওয়ার সময় সংঘটিত

হবে। তবে পর্বতমালা চালনার ঘটনাটি যে জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, সবখানেই উভয়বিধ সম্ভাবনা রয়েছে---দ্বিতীয় বার ফুঁক দেওয়ার পরেও হতে পারে এবং প্রথমবার ফুঁক দেওয়ার পরেও হতে পারে। দ্বিতীয় ফুঁকের পর দুনিয়ার সবকিছু পুনরায় নিজস্ব আকৃতি ধারণ করবে। হিসাবের সময় হলে পর্বতমালাকে ভূমির সমান করে দেওয়া হবে, যাতে ভূমির উপর কোন আড়াল না থাকে এবং একই সমতল ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথম ফুঁকের মূল উদ্দেশ্যই সবকিছু ধ্বংস করা। প্রথম ফুঁক থেকে দ্বিতীয় ফুঁক পর্যন্ত সময়কে একই দিন ধরে নিয়ে সেই দিনকে সব ঘটনার সময় বলা হয়েছে। অতঃপর এই বিচার দিবসের বিচার বর্ণনা করা হয়েছে) নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে (অর্থাৎ আযাবের ফেরেশতা-গণ ওঁত পেতে থাকবে যে, কাফির আসলেই তাকে ধরে আযাব দেওয়া শুরু করবে। এটা) অবাধ্যদের আশ্রয়স্থল। তারা তথায় অশেষকাল পর্যন্ত অবস্থান করবে। তারা তথায় কোন শীতলবস্তু (অর্থাৎ আরামদায়ক বস্তু) এবং পানীয় আস্বাদন করবে না (ফলে তৃষ্ণা নিবারিত হবে না) কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে। এটা (তাদের) পুরোপুরি প্রতিফল। (যে সব কাজের এটা প্রতিফল তা এই যে) তারা (কিয়ামতের) হিসাব-নিকাশ আশা করত না এবং (হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য সত্য বিষয় সম্বলিত) আমার আয়াতসমূহতে মিথ্যা-রোপ করত। আমি (তাদের কর্মসমূহের মধ্যে) সবকিছুই (আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি। অতএব (এসব কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে বলা হবে ঃ এখন এসব কর্মের) স্বাদ আস্বাদন কর; আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব। (অতঃপর মু'মিনদের ফয়সালা উল্লেখ করা হয়েছে।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য রয়েছে সাফল্য অর্থাৎ (আহার ও ভ্রমণের জন্য) উদ্যান (তাতেও নানারকম ফলমূল থাকবে), আঙ্গুর (গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। মনোরঞ্জনের জন্য) সম-বয়স্কা পূর্ণ যৌবনা তরুণী এবং (পান করার জন্য) পরিপূর্ণ পানপাত্র। তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। (কেননা তথায় এগুলো থাকবে না)। এটা প্রতিদান, যা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট পুরস্কার ---যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক, (যিনি) দয়াময়। কেউ (স্বেচ্ছায়) তাঁর সাথে কথা বলার অধিকারী হবে না। যেদিন সকল রূহ্‌ধারী ও ফেরেশতা (আল্লাহ্‌র সামনে) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, (সেদিন) দয়া-ময় আল্লাহ্ যাকে (কথা বলার) অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে ঠিক কথা বলবে। (ঠিক কথার অর্থ যে, যে কথার অনুমতি দেওয়া হবে, তাই বলবে অর্থাৎ কথা বলাও সীমিত হবে---যা ইচ্ছা, তা বলতে পারবে না। অতঃপর উল্লিখিত সব বিষয়-বস্তুর সারমর্ম বলা হয়েছে)। এ দিবস নিশ্চিত। অতএব যার ইচ্ছা সে তার পালনকর্তার কাছে (নিজের) ঠিকানা তৈরী করুক (অর্থাৎ ভাল ঠিকানা পেতে হলে ভাল কাজ করুক। লোকসকল) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম। (এই শাস্তি এমন দিনে সংঘটিত হবে) যেদিন প্রত্যেক মানুষ তার কৃতকর্ম (সামনে উপস্থিত) দেখে নিবে এবং কাফির (পরিতাপ করে) বলবে ঃ হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! (তাহলে আযাব থেকে বেঁচে যেতাম। চতুষ্পদ জন্তুদেরকে যখন মৃত্তিকায় পরিণত করে দেওয়া হবে, তখন কাফিররা একথা বলবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ —অর্থাৎ তারা কি বিষয়ে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অতঃপর আল্লাহ্ নিজেই উত্তর দিয়েছেন : عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ — نبا শব্দের অর্থ মহা খবর। এখানে মহা খবর বলে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মক্কাবাসী কাফিররা কিয়ামত সম্পর্কে সওয়াল-জওয়াব করছে, যে সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কোরআনের অবতরণ শুরু হলে মক্কার কাফিররা তাদের বৈঠকে বসে এ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করত। কোরআনে কিয়ামতের আলোচনাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ এটা তাদের মতে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই এ সম্পর্কে অধিক পরিমাণে আলোচনা চলত। কেউ একে সত্য মনে করত এবং কেউ অস্বীকার করত। তাই আলোচ্য সূরার শুরুতে কাফিরদের অবস্থা উল্লেখ করে কিয়ামতের সম্ভাব্যতা আলোচনা করা হয়েছে। কিয়ামত সম্পর্কে কাফিররা যেসব খটকা ও আপত্তি উত্থাপন করত, সেগুলোর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। কোন কোন তফসীরকারক বলেন যে, কাফিরদের এই সওয়াল ও জওয়াব তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে নয় বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে ছিল। কোরআন পাক এর জওয়াবে একই বাক্যকে তাকীদের জন্য দুবার উল্লেখ করেছে— كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ —অথাৎ কিয়ামতের বিষয়টি সওয়াল-জওয়াব, আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম হবে না বরং এটা যখন সামনে উপস্থিত হবে, তখনই এর স্বরূপ জানা যাবে। এর নিশ্চিত বিষয়ে বিতর্ক, প্রশ্ন ও অস্বীকারের অবকাশ নেই। অতিসত্বর অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরজগতের বস্তুসমূহ দৃষ্টিতে ভেসে উঠবে এবং সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলী দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। তখন কিয়ামতের স্বরূপ খুলে যাবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি, প্রজ্ঞা ও কারিগরির কয়েকটি দৃশ্য উল্লেখ করেছেন, যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় তদ্রূপই সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে ভূমি ও পর্বতমালা সৃষ্টি এবং নর ও নারীর যুগলের আকারে মানব সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর মানুষের সুখ, স্বাস্থ্য ও কাজ-কারবারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে একটি বাক্য এই যে, جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا — سبات শব্দটি سبت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কমানো, কর্তন করা। নিদ্রা মানুষের চিন্তাভাবনাকে কর্তন করে তার অন্তর ও মস্তিষ্ককে এমন স্বস্তি ও শান্তি

দান করে, যার বিকল্প দুনিয়ার কোন শান্তি হতে পারে না। একারণেই কেউ কেউ سباتا-এর অর্থ করেছেন সুখ, আরাম।

নিদ্রা খুব বড় নিয়ামত ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যুগলাকারে সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করার পর তার আরামের সব উপকরণের মধ্য থেকে বিশেষভাবে নিদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন। চিন্তা করলে বোঝা যায় এটি এক বিরাট নিয়ামত। নিদ্রাই মানুষের সব সুখের ভিত্তি। এই নিয়ামতটি আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক করে দিয়েছেন। ফলে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, রাজা-প্রজা সবাই এই ধন সমহারে একই সময়ে প্রাপ্ত হয় বরং বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গরীব ও শ্রমজীবী মানুষ এই নিয়ামত যে পরিমাণে লাভ করে, ধনাঢ্য ও ঐশ্বর্যশালীদের ভাগ্যে তা ঘটে না। তাদের কাছে সুখের সামগ্রী, সুখের বাসগৃহ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, নরম তোষক, নরম বালিশ ইত্যাদি সবই থাকে, যা দরিদ্ররা কদাচ চোখেও দেখে না কিন্তু নিদ্রা এসব তোষক, বালিশ অথবা প্রাসাদ-বাংলোর অনুগামী নয়। এটা তো আল্লাহ্ তা'আলার এমন এক নিয়ামত, যা সরাসরি তাঁর কাছ থেকেই আসে। মাঝে মাঝে নিঃস্ব সম্বলহীন ব্যক্তিকে কোন শয্যা-বালিশ ছাড়াই উন্মুক্ত আকাশের নিচে এই নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দান করা হয় এবং মাঝে মাঝে সম্পদশালীদেরকে দান করা হয় না। তারা নিদ্রার বটিকা সেবন করে এই নিয়ামত লাভ করে এবং প্রায়শ এই বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়। চিন্তা করুন, এর চেয়ে বড় নিয়ামত এই যে, এই নিদ্রা কেবল বিনা মূল্যে ও বিনা পরিশ্রমেই মানুষ, জন্তু নির্বিশেষে সবাইকে দান করা হয়নি বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার অনুগ্রহে এই নিয়ামতটি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। মানুষ মাঝে মাঝে কাজের আধিক্যের দরুন সারারাত্রি জেগে কাজ করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্র অনুগ্রহ তার উপর জোরেজবরে নিদ্রা চাপিয়ে দেন, যাতে সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং সে আরও অধিক কাজের শক্তি অর্জন করে। অতঃপর এই নিদ্রারূপী মহা অবদানের পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا —অর্থাৎ আমি রাত্রিকে করেছি আবরণ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বভাবত মানুষের নিদ্রা তখন আসে, যখন আলো অধিক না থাকে, চতুর্দিকে নীরবতা বিরাজ করে এবং হট্টগোল না থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রিকে আবরণ বলে ঈশারা করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে কেবল নিদ্রাই দেননি বরং সারা বিশ্বে নিদ্রার উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সমস্ত মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে একই সময়ে নিদ্রা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সবাই এক-যোগে নিদ্রা গেলেই চারদিকে পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করবে। নতুবা অনান্য কাজের ন্যায় নিদ্রার সময়ও যদি বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্নরূপ হত ; তবে কেউ পূর্ণ শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারত না।

এরপর বলা হয়েছে وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا—মানুষের সুখ ও শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় আহার্য দ্রব্যাদির সরবরাহও নিতান্ত জরুরী। নতুবা নিদ্রা সাক্ষাৎ মৃত্যু হয়ে

যাবে। যদি সারাক্ষণ রাত্রিই থাকত এবং মানুষ কেবল নিদ্রাই যেত, তবে এসব দ্রব্য কিরূপে অর্জিত হত। এর জন্য চেষ্টা, পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি জরুরী, যা আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে সম্ভবপর। তাই বলা হয়েছে ঃ তোমাদের সুখকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি কেবল রাত্রি ও তার অন্ধকার সৃষ্টি করিনি বরং একটি আলোকোজ্জ্বল দিনও দিয়েছি, যাতে তোমরা কাজ-কারবার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পার। অতঃপর মানুষের সুখের সেই উপকরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা আকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ উপকারী বস্তু হচ্ছে সূর্যের আলো। বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا—অর্থাৎ আমি একটি প্রোজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। এর পর মানুষের সুখের প্রয়োজনে আকাশের নিচে সৃজিত বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু মেঘমালার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا—معصرات শব্দটি معصرة-এর বহুবচন। এর অর্থ জলে পরিপূর্ণ মেঘমালা। এ থেকে জানা গেল যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। কোন কোন আয়াতে আকাশ থেকে বর্ষিত হওয়ার কথা আছে। তাতে আকাশের অর্থ আকাশের শূন্যমণ্ডল। এই অর্থে سماء শব্দের ব্যবহার কোরআনে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এছাড়া একথাও বলা যায় যে, কোন সময় সরাসরি আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষিত হতে পারে। এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এসব কারিগরি ও নিয়ামত উল্লেখ করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু কিয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا—অর্থাৎ বিচারের দিন মানে কিয়ামত নির্দিষ্ট সময়ে আসবে। তখন এই বিশ্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, দুইবার শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকারের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সাথে সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এসময় বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ দলে দলে আল্লাহ্র সকাশে উপস্থিত হবে। হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে। একদল উদরপূর্তি ও পোশাক পরিহিত অবস্থায় সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে হাশরের ময়দানে আসবে। দ্বিতীয় দল পায়ে হেঁটে আগমন করবে এবং তৃতীয় দলকে উপুড় অবস্থায় পায়ে ধরে টেনে হাশরের ময়দানে আনা হবে।—(মাযহারী) কোন কোন রেওয়ায়েতে আয়াতের তফসীরে দশ দল হবে বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ নিজ নিজ কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে তাদের দল হবে অসংখ্য। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا—অর্থাৎ যে পাহাড়কে আজ অটল ও অনড় হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হয়, সেই পাহাড় স্বস্থান থেকে বিচ্যুত

হয়ে তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। سراب -এর শাব্দিক অর্থ চলে যাওয়া। মরুভূমির যে বালুকাস্তূপ দূর থেকে পানির ন্যায় ঝলমল করতে থাকে তাকেও سراب -এ কারণে বলা হয় যে, কাছে গেলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়।——(সেহাহ্, রাগিব)

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا —যে স্থানে বসে কারও দেখাশোনা অথবা অপেক্ষা করা হয়, তাকে مرصاد বলা হয়। এখানে জাহান্নামের অর্থ জাহান্নামের পুল তথা পুলসিরাত। সওয়াবদাতা ও শাস্তিদাতা উভয় প্রকার ফেরেশতা এখানে অপেক্ষা করবে। জাহান্নামীদেরকে শাস্তিদাতা ফেরেশতারা পাকড়াও করবে এবং জান্নাতীদেরকে সওয়াবদাতা ফেরেশতারা তাদের গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবে। (মাযহারী)

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ জাহান্নামের পুলের উপর পরিদর্শক ফেরেশতাগণের চৌকি থাকবে। যার কাছে জান্নাতের ছাড়পত্র থাকবে, তাকে অগ্রে যেতে দেওয়া হবে এবং যার কাছে এই ছাড়পত্র থাকবে না তাকে আটকিয়ে রাখা হবে।—(কুরতুবী)

لِلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا —এটা اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا -এর দ্বিতীয় خبر উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক সৎ ও অসৎকে জাহান্নামের পুলের উপর দিয়ে যেতে হবে এবং জাহান্নাম সীমালংঘনকারীদের আবাসস্থল। طاغين শব্দটি طاغى এর বহুবচন এবং طغيان থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ অবাধ্যতা করা। طاغى এমন লোককে বলা হয়। যে অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। ঈমান না থাকলেও এটা হতে পারে। তাই এখানে طاغى অর্থ কাফির। কু-বিশ্বাসী, পথভ্রষ্ট মুসলমানদের সেই দলও অর্থ হতে পারে, যারা কোর-আন ও সুন্নাহ্র সীমা ডিঙ্গিয়ে যায়। যদিও প্রকাশ্যভাবে কুফর অবলম্বন করে না, যেমন রাফেযী, খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়।——(মাযহারী)

لَابِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا —لابثين শব্দটি لابث -এর বহুবচন। অর্থ অবস্থানকারী। احقاب শব্দটি حقبة -এর বহুবচন। অর্থ সুদীর্ঘ সময়। ইবনে জরীর হযরত আলী (রা) থেকে এর পরিমাণ আশি বছর বর্ণনা করেছেন, যার প্রত্যেক বছর বার মাসের, প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনের এবং প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের। এভাবে প্রায় দুই কোটি আটাশি বছরে এক حقبة হয়। অপর কয়েকজন সাহাবী এর পরিমাণ আশির পরিবর্তে সত্তর বছর বলেছেন। অবশিষ্ট হিসাব পূর্বের ন্যায়।——(ইবনে-কাসীর) কিন্তু মসনদে বাযযারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لا يخرج احدكم من النار حتى يمكث فيه احقابا والحقب بضع وثمانون سنة كل سنة ثلثمائة وستون يوما مما تعدون -

তোমাদের যাকে গোনাহের সাজায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাকে কয়েক হুক্বা জাহান্নামে অবস্থান না করা পর্যন্ত বের করা হবে না। এক হুক্বা আশি বছরের কিছু বেশী এবং এক বছর তোমাদের বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ৩৬০ দিনের হবে।—(মাযহারী)

এই হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর না হলেও এতে احقاب শব্দের অর্থ বর্ণিত আছে। অপরদিকে কয়েকজন সাহাবী থেকে এ সম্পর্কে প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের বর্ণিত আছে। যদি এটাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-রই উক্তি হয়, তবে এর অর্থ এই যে, হাদীসের মধ্যে বিরোধ আছে। এই বিরোধ আসা অবস্থায় কোন এক অর্থ নিশ্চিতভাবে নেওয়া যায় না। তবে উভয় হাদীসের অভিন্ন বিষয়বস্তু এই যে, হুক্বা অত্যন্ত দীর্ঘ সময়কে বলা হয়। একারণেই ইমাম বায়যাভী احقاب -এর অর্থ করেছেন دهورا متتابعة অর্থাৎ উপর্যুপরি বহু বছর।

জাহান্নামে চিরকাল বসবাস সম্পর্কে আপত্তি ও জওয়াব ঃ হুক্বার পরিমাণ যত দীর্ঘই হোক, তা সীমিত, অনন্ত নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই সুদীর্ঘ সময়ের পর কাফির জাহান্নামীরাও জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। অথচ এটা কোরআনের অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী। যে সব আয়াতে خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই উম্মতের ইজ্মা হয়েছে যে, জাহান্নাম কখনও ধ্বংস হবে না এবং কাফিররা কখনও জাহান্নাম থেকে বের হবে না।

সুদ্দী হযরত মুররা ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ যদি জাহান্নামী-দেরকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, জাহান্নামে তাদের অবস্থান সারা বিশ্বের কংকরের সমান হবে, তবে এতেও তারা আনন্দিত হবে। কারণ, কংকরের সংখ্যা অগণিত হলেও সীমিত। ফলে একদিন না একদিন আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। যদি একই সংবাদ জান্নাতী-দেরকে দেওয়া হয়, তবে তারা দুঃখিত হবে। কেননা, কংকরের সমান মেয়াদ যত দীর্ঘই হোক না কেন, সেই মেয়াদের পর তারা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে।—(মাযহারী)

সার কথা, আলোচ্য আয়াতের احقابا শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, কয়েক হুক্বা অতিবাহিত হলে পরে জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। এই অর্থ অন্য সব আয়াত, হাদীস ও ইজমার পরিপন্থী হওয়ার কারণে ধর্তব্য নয়। কেননা, এই আয়াতে কয়েক হুক্বার পরে কি হবে, তার বর্ণনা নেই। এতে শুধু উল্লেখ আছে যে, তারা কয়েক হুক্বা জাহান্নামে থাকবে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, কয়েক হুক্বার পর জাহান্নাম থাকবে না অথবা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এ কারণেই হযরত হাসান (রা) এই আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামীদের জন্য কোন সময় ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করেননি, যদ্দ্বারা তাদের জাহান্নাম থেকে বের হওয়া বোঝা যেতে পারে বরং উদ্দেশ্য এই যে, যখন সময়ের এক অংশ অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন অন্য অংশ শুরু হয়ে যাবে। এমনিভাবে তৃতীয় চতুর্থ অংশ করে অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র) কাতাদাহ্ থেকেও এই তফসীরই

বর্ণনা করেছেন যে, احقا ب -এর অর্থ অনন্তকাল অর্থাৎ এক হুক্‌বা শেষ হলে দ্বিতীয় হুক্‌বা শুরু হবে এবং এই ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।—(ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর এখানে ويحتمل বলে আরও একটি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, طاغين -এর অর্থ কাফির না নেওয়া বরং মুসলমানদের এমন দল বোঝানো, যারা বাতিল আকীদার কারণে পথভ্রষ্ট দল বলে গণ্য হয়। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় তাদেরকে প্রবৃত্তিবাদী বলা হয়। এমতাবস্থায় আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, যে সব কালেমা উচ্চারণকারী তওহীদ পন্থী লোক বাতিল আকীদা রাখার কারণে কুফরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে কিন্তু প্রকাশ্য কাফির নয়, তারা কয়েক হুক্‌বা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকার পর অবশেষে কালেমার বরকতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। কুরতুবী এই ব্যাখ্যাকে সম্ভবপর আখ্যা দিয়েছেন এবং মাযহারী এই ব্যাখ্যাই পছন্দ করেছেন। তিনি এর সমর্থনে মসনদে বাযযার বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)-এর পূর্বোল্লেখিত হাদীসও পেশ করেছেন, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, কয়েক হুক্‌বা অতিবাহিত হওয়ার পর তারা জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

কিন্তু আবূ হাইয়ান বলেন যে, পরবর্তী আয়াত اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا—এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় যে, طاغين -এর অর্থ এখানে তওহীদ পন্থী ভ্রান্তদল হবে। কেননা, এই আয়াতে কিয়ামত অস্বীকার এবং আয়াতসমূহকে মিথ্যারোপ করার কথা পরিষ্কার বর্ণিত আছে। এমনিভাবে আবূ হাইয়ান মুকাতিলের এই উক্তিই প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, এই আয়াতটি মনসূখ বা রহিত।

একদল তফসীরকারক আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে তৃতীয় একটি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, এই আয়াতের পরবর্তী لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا আয়াতটি احقابا থেকে جملة حالية হবে। আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা কোন শীতলদ্রব্য ও পানীয় আস্বাদন করবে না ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত। এরপর সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের এই দুরবস্থার পরিবর্তন হতে পারে এবং অন্য প্রকার আযাব হতে পারে। حميم এমন ফুটন্ত পানি, যা মুখের কাছে আনা হলে গোশ্‌ত জ্বলে যাবে এবং পেটে গেলে ভিতরের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। غساق—জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি।

جَزَآءً وِّفَاقًا—অর্থাৎ জাহান্নামে তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা ন্যায়

ও ইনসাফের দৃষ্টিতে তাদের বাতিল বিশ্বাস ও কু-কর্মের অনুরূপ হবে। এতে কোন বাড়াবাড়ি হবে না।

فَذُوقُوا فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا—অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে যেমন কুফর ও অস্বীকারে কেবল বেড়েই চলেছ—বাধ্যতামূলক মৃত্যুর সম্মুখীন না হলে আরও বেড়েই চলতে, তেমনিভাবে আজ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আযাব কেবল বৃদ্ধিই করবেন। অতঃপর কাফিরদের বিপরীতে মু'মিন মুত্তাকীদের সওয়াব ও জান্নাতের নিয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا—অর্থাৎ জান্নাতের এসব নিয়ামত মু'মিনদের প্রতিদান এবং আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত দান। এখানে জান্নাতের নিয়ামতসমূহকে প্রথমে কর্মের প্রতিদান ও পরে আল্লাহ্র দান বলা হয়েছে। বাহ্যত উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। কেননা, কোন কিছুর বিনিময়ে যা দেওয়া হয়, তাকে প্রতিদান এবং বিনিময় ছাড়াই পুরস্কারস্বরূপ যা দেওয়া হয়, তাকে দান বলা হয়। কোরআন পাক উভয় শব্দকে একত্র করে ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাতে প্রবেশাধিকার এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহ কেবল আকার ও বাহ্যিক দিক দিয়েই জান্নাতীদের কর্মের প্রতিদান—প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলো খাঁটি আল্লাহ্র দান। কেননা, মানুষের কাজকর্ম তো সেসব নিয়ামতেরই প্রতিদান হতে পারে না, যেগুলো তাকে দুনিয়াতে দান করা হয়। পরকালীন নিয়ামত অর্জন তো শুধু আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ, কৃপা ও দান বৈ নয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি শুধু তার কর্মের জোরে জান্নাতে যেতে পারে না যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ না হয়। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ আপনিও কি? উত্তর হল ঃ হ্যাঁ, আমিও আমার কর্মের জোরে জান্নাতে যেতে পারি না। حسابا শব্দে অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে—এক. এমন দান যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্ত প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত হয়। এই অর্থ নিম্নোক্ত ব্যবহার থেকে নেওয়া হয়েছে— احسبت فلانا اى اعطيته ما يكفيه حتى قال حسبى অর্থাৎ আমি তাকে এতটুকু দিলাম, যা তার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ; এমনকি, সে বলে উঠল, ব্যস, এতটুকু আমার জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় অর্থ মুকাবিলা করণ। তফসীরবিদগণের কেউ কেউ প্রথম অর্থ এবং কেউ কেউ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। হযরত মুজাহিদ (র) দ্বিতীয় অর্থ নিয়ে আয়াতের অর্থ করেছেন—এই দান জান্নাতীদেরকে তাদের আমলের হিসাব দেওয়া হবে। আন্তরিকতা ও কর্ম সৌন্দর্যের হিসাবে এই দানের স্তর নির্ধারিত হবে। উদাহরণত সহীহ্ হাদীসসমূহে উম্মতের কর্মের মুকাবিলায় সাহাবায়ে কিরামের কর্মের এই মর্যাদা নিরূপিত হয়েছে যে, সাহাবী আল্লাহ্র পথে একমুদ (প্রায় এক সের) ব্যয় করলে তা অন্যের ওহুদ পর্বত সমান ব্যয়েরও অধিক মর্যাদাশীল হবে।

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ — لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا—এই বাক্য পূর্বের জَزَاءً বাক্যের সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যেরূপ সওয়াব দান করবেন, তাতে কারও কথা বলার সাধ্য হবে না যে, অমুককে কম এবং অমুককে বেশি কেন দেওয়া হল? যদি একে আলাদা বাক্য সাব্যস্ত করা হয়; তবে উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কারও ভাষণ দেওয়ার ক্ষমতা হবে না। এই অনুমতি কোন কোন স্থানে হবে এবং কোন কোন স্থানে হবে না।

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا—কোন কোন তফসীরকারের মতে 'রূহ্' বলে এখানে জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করার সাধারণ উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণের পূর্বে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রূহ্ আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট বাহিনী, যারা ফেরেশতা নয় তাদের মাথা ও হস্তপদ আছে। এই তফসীর অনুযায়ী দুটি সারি হবে—একটি রূহের ও অপরটি ফেরেশতাগণের।

يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ—বাহ্যত এই দিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন। হাশরে প্রত্যেকেই তার কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখতে পাবে—হয় আমলনামা হাতে আসার ফলে দেখবে, না হয় কাজকর্ম সব সশরীরী হয়ে সামনে এসে যাবে। কোন কোন হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত আছে। এ দিন মৃত্যুর দিনও হতে পারে। এমতাবস্থায় স্বীয় কাজকর্ম দেখা কবরে ও বরযখে হতে পারে।—(মাযহারী)

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا-হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন সমগ্র ভূপৃষ্ঠ এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এতে মানব, জিন, গৃহপালিত জন্তু ও বন্য জন্তু সবাইকে একত্র করা হবে। জন্তুদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তুর উপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এমনকি কোন শিংবিশিষ্ট ছাগল কোন শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে সে দিন তারও প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এই কর্ম সমাপ্ত হলে সব জন্তুকে আদেশ করা হবে: মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে—হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। এরূপ হলে আমরা হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নামের আযাব থেকে বেঁচে যেতাম।